সহচর প্রাণী হিসাবে বিড়াল প্রতিপালন

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির

পূর্ব প্রকাশের ধারাবাহিকতা

আপনার বিড়ালকে জানুন

বিড়ালের আচরণ (cat behavior)

গৃহপালিত বিড়াল সাধারণত একাকী (বাসরত) নিজস্ব ছোট গন্ডিতে শিকারজীবী প্রাণী হিসেবে বেড়ে ওঠা পূর্বপুরুষ (ancestor) হতে বিকশিত হয়। সামাজিক প্রজাতি কুকুরের ন্যায় জটিল পরিবেশে বেড়ে না ওঠায় আমাদের গৃহপালিত বিড়ালের মনোভাব ও অনুভূতি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট শারীরিক কোন ভঙ্গি (body language) নেই। তাদের একাকী বাসরত অতীত জীবন সাক্ষ্য দেয় যে তারা গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণি হতে অনেকটা আলাদা, স্বাধীন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। অবশ্য কিছু বিড়াল পরস্পর জড়াজড়ি করে আরামে শোয়া (cuddle) পছন্দ করে। বিড়াল একটি চরম/পরম শিকারি প্রাণী। কারণ তাদের শিকার (prey) ভোরের আলো ও গোধুলির আংশিক অন্ধকারে অধিক সক্রিয়। এই সময়ে শিকার ধরতে বিড়াল অত্যুৎসাহী হয়ে ও প্রচন্ড কর্মশক্তি নিয়ে পাগলের মত শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে। সৃষ্টিগতভাবে

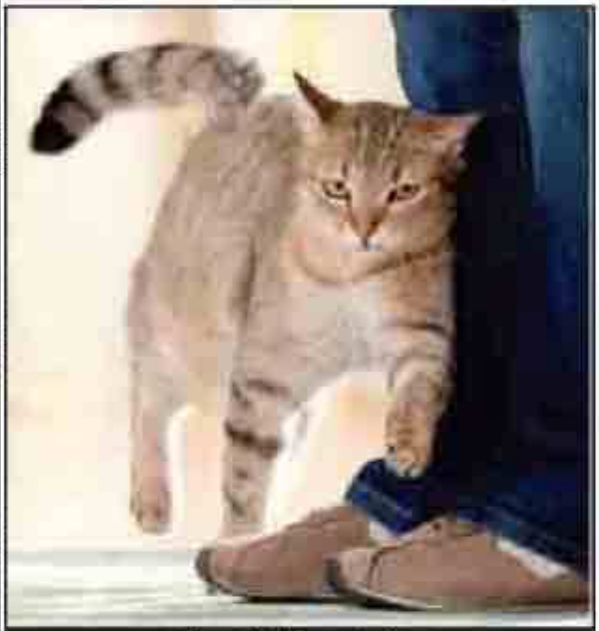

মালিকের পা জড়িয়ে সম্পর্কোন্নয়ন

বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি কম আলোতে স্পষ্ট দেখতে বেশী পারঙ্গম। বিড়ালের চোখ লাল আলোতে দেখতে অক্ষম বিধায় কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত গোলাপি রঙের গালিচার উপর রাখা লাল রঙের খেলনা খুঁজে বের করতে পারে না। অপরদিকে, শিকারের অনুসরণীয় সামান্য চিহ্ন-রেখা, পথ ও গন্ধ সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তাদের গন্ধ শুঁকার ইন্দ্রিয়শক্তি খুবই প্রখর। পছন্দনীয় স্থানে মাথা ঘষে (head-rub) দেহনিঃসৃত সৌরভ ছড়ায়, আর হুমকিস্বরূপ বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমনস্থানে প্রস্রাব ছিটায়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের পরিচিতিকরণে পা এবং শেষ পাঁজর ও নিতম্বের মাংসল অংশের ঘ্রাণগ্রন্থির (scent glands) সাহায্যে নিজের গন্ডিরেখা টানে। বাসস্থানের আকস্মিক ও বড় ধরনের পরিবর্তনে (যেমন পুনঃসজ্জিকরণ বা অবস্থানের পরিবর্তন) নিজেকে স্বস্থানচ্যুত, হতভম্ব ও বিভ্রান্ত মনে করে। তাই বিড়ালের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারগুলো আয়ত্ব করতে হবে।

অন্য বিড়ালের সাথে পরিচিতি-পর্ব | বিড়াল ধরার কৌশলী পদ্ধতি

বিড়াল লেজ উচিয়ে আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ ইত্যাকার অনুভূতি প্রকাশ করে বা শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বন্ধুতা প্রদর্শন করে। মালিকের পায়ের উপর ঠেস দিয়ে শরীর ঘষে তার দেহনিঃসৃত গন্ধ জমা করে যাতে বাড়ির বাইরে অন্য কোথা গেলেও গন্ধে বিড়ালের কথা মনে পড়ে। আনন্দ প্রকাশের জন্য ঘড়ঘড় আওয়াজ করা (purring) ও থাবার সাহায্যে শরীর মালিশ করা (kneading with the paws) বিড়ালের শৈশবকাল হতে আয়ত্ব করা অভ্যাস। যখন বিড়াল তার কান চেটালো করে (flattened), গোঁফ গুচ্ছাকারে সামনে বাড়ায়, বিরক্তি বা ক্রোধ চেপে রাখার প্রচেষ্টায় ঠোঁট কামড়ায়, পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় তখন তার সঙ্গ ত্যাগ করে তাকে একাকী থাকতে দিন। কারণ এগুলো তার ভয়প্রাপ্তির লক্ষণ।

বিড়ালের সংসর্গ (cats in company)

বিশেষ পরিস্থিতিতে পুং বিড়াল সমাজবদ্ধ হয়ে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করে। সমাজ বা দলে সাধারণত স্ত্রী বিড়ালের উপস্থিতি পছন্দ করে যারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের খাবার সংগ্রহ

করে, খাবার ও রাজত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। দলের সদস্যরা পরস্পর বন্ধু-সুলভ আচরণ করে। কিন্তু দলে বহিরাগতদের বিতারণে একাট্টা হয়ে কাজ করে। মালিকের দেয়া খাবারেও বহিরাগতদের সহ্য করে না। একই সাথে একাধিক বিড়াল পালনের ক্ষেত্রে তারা 'বন্ধু' কি 'বন্ধু নয়' তা খেয়াল করা জরুরী। বন্ধু হলে একে অন্যের শরীরের লোম ও চামড়া বেছে পরিষ্কার ও পরিপাটি করে দেয় (grooming), পরস্পর গাঁ-ঘেষে ঘুমায়। এর ব্যতিক্রম আচরণ একে অন্যের জন্য 'শত্রুপক্ষ' বলে বিবেচিত হয়। মত ও পথের বিরোধকালে উভয়ই চরম উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় (যেমন মারামারি করার প্রস্তুতি প্রদর্শন)। সবশেষে শত্রুকে পরাজিত করার আপ্রাণ চেষ্টায় সম্ভাব্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়।

বিড়াল নাড়াচাড়া করা/ ধরা (cat handling)

বিড়াল ধরে হাতে নিয়ে তার ঠোঁট চাটা পর্যবেক্ষণ করা উহার একদম না পছন্দের কাজ। তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন না হলে এই কাজ হতে বিরত থাকাই মঙ্গলজনক। বিশেষ প্রয়োজনে অনুত্তেজিত অবস্থায় শান্তভাবে নম্রহাতে বিড়ালের আরামবোধে তার মাথা, পিঠ, কপাল ও কপোলে হাত-বুলিয়ে ধরা যেতে পারে। এমতাবস্থায় বিড়াল পরিচর্যাকারির (handler) হাতে সতর্কভাবে ধরা দেয়। 'ঘাড়ে' ধরে কখনো বিড়াল উঁচুতে উঠানো ঠিক নয়, বরং বুক ও শরীরের পিছনের অংশে ভার বহনে সহায়ক সাহায্য রেখে উপরে তুলতে হবে। বিড়ালকে হাতের উপর রেখে দোলানো (cradling) নিষেধ। এতে বিড়াল নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং/অথবা হাত হতে ফসকে নিচে পড়ে গিয়ে আহত/নিহত হতে পারে।

বিড়ালের সুষম খাদ্য (Balanced diet)

সঠিক পুষ্টি (Right nutrients)

মাংস বিড়ালের প্রাকৃতিক প্রিয় খাবার। বিড়ালজাতীয় (feline) প্রাণীর পরিপাকতন্ত্র (digestive system) অধিক পরিমাণ আঁশালো খাদ্য হজমের উপযোগী নয়। অবশ্য বিড়ালকে মাঝে-মধ্যে অল্পস্বল্প কচি ঘাস চিবাতে দেখা যায়। বিড়ালকে মালিকের ইচ্ছামাফিক নিরামিষভোজী (vegetarian) বানানো ঠিক নয়। তাতে স্বাস্থ্য এবং/অথবা জীবনহানী ঘটতে পারে বা জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিকার হওয়া (prey caught) বন্য পশু, পাখি ইত্যাদি হতে বিড়াল কেবল প্রোটিনই নয়, প্রয়োজনীয় চর্বি, ভিটামিন, খনিজ, আঁশও পায়। গৃহে পোষা বিড়াল তাদের খাবারের জন্য ইচ্ছামতো শিকার ধরতে পারে না বিধায় আমাদের সরবরাহ করা খাবারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। স্বপছন্দের নির্বাচিত খাদক (picky eater) হিসেবে বিড়াল কুখ্যাত। কাজেই বিড়াল স্বেচ্ছায়, শীঘ্র ও ত্বরিত গতিতে খাদ্যপাত্রের দিকে যায় এমন ধরন, মান, পরিমাণ, গঠন ও গন্ধের খাদ্যের যোগান দিতে হবে।

বিড়ালের বাণিজ্যিক খাবার (Commercial cat feeds)

সুষম খাবার ভক্ষণরত বিড়াল | পানি পানরত বিড়াল

সম্ভব হলে বিড়ালের জন্য বৃহৎ বিপণি (supermarket) (যেখানে পশু-পাখির খাদ্যোপকরণ বিক্রি করা হয়) হতে সুগন্ধি, সুস্বাদু ও সারাদিন খুঁটে খেতে পারে (nibble at) এমন সুষম খাবার কিনে খাওয়ানো ভাল। কতক বিড়াল মালিক কেবল শুকনা খাবার (dry feed) খাওয়ান। কিন্তু রুচির ভিন্নতা আনতে কখনো-সখনো আর্দ্র খাদ্যও (wet feed) খাওয়ানো চাই। শুকনা খাবার খাওয়ানোর সুবিধা হলো চিবিয়ে খেতে হয় বলে তা স্বাস্থ্যকর দাঁত ও দাঁতের

শুকনা খাবার | ঈষৎ আর্দ্র খাবার | গৃহোৎপন্ন খাবার

মাড়ি (healthy teeth and gums) গঠনে সহায়ক। ঢাকনাওয়ালা ধাতব কৌটা (can) বা সিলমোহরযুক্ত থলেতে (sealed pouch) ভরা ঈষৎ আর্দ্র বা ভেজাভেজা রুচিকর খাবার বেশীরভাগ বিড়ালের পছন্দ। খাদ্যগ্রহণে খুঁৎখুতে স্বভাবের (fussy eater) বিড়ালের জন্য এই ধরনের খাবার ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল। কেন না, খাদ্যপাত্রের অভক্ষিত খাবার (leftover) ঝুরঝুরে বা নষ্ট হয়ে যায় বলে তা ফেলে দিতে হয়।

টাটকা খাবার (Fresh feed)

বাজারে প্রাপ্ত কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যাদিযুক্ত বাণিজ্যিক খাবারভিন্ন গৃহোৎপন্ন খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রেও আদর্শ মান ও পরিমাণ বজায়

রাখা জরুরি। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাদ্যোৎপাদনে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। গরু, ছাগল, ভেড়া, বাছুর, শুকর, মুরগির মাংস, যেকোনো মাছ যাই সরবরাহ করা হোক না কেন তা স্বনামধন্য উৎস হতে সংগৃহীত হতে হবে এবং উত্তমরূপে সিদ্ধ/রান্না করে রোগজীবাণুমুক্ত করতে হবে। মাংসের হাড় দূর করে বিড়ালের ভক্ষণ উপযোগী আকারে টুকরা করতে হবে। প্রয়োজনীয় পুষ্টির সঠিক মান ও পরিমাণ জানতে পশুপুষ্টিবিদের (animal nutritionist) সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

মুখরোচক ও সম্পূরক খাবার (Titbits and supplements)

বিড়ালকে মাঝে-মধ্যে রসালো, আকর্ষনীয়, মুখরোচক টুকরা খাবার খাওয়ানো ক্ষতিকর নয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়, অধিক হারে এ খাবারে অভ্যস্ত করালে বিড়াল মাত্রাধিক দৈহিক ওজনবিশিষ্ট ও মেদ-ভুঁড়িযুক্ত হয়ে পড়বে। যথাযথ, সুষম খাদ্য খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বাড়তি ভিটামিন ও খনিজ উপাদান দেয়ার দরকার নেই। পশুপুষ্টিবিদের পরামর্শ ছাড়া বিড়ালকে কোনো সম্পূরক (supplements) খাবার খাওয়ানো ঠিক নয়। এতে বিড়াল অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়।

বিড়ালের কতিপয় ক্ষতিকর খাদ্য (Harmful feeds)

(১) দুগ্ধজাত দ্রব্য (dairy products) হজমের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমের (enzyme) অভাবে দুধ ও দুধের সর (cream) বেশিরভাগ বিড়ালে পাতলা পায়খানা ঘটায়।

(২) পেঁয়াজ, রসুন ও পেঁয়াজ জাতীয় গাছ বিড়ালের পেটের গোলমালের (gastric upsets) জন্য দায়ী, এবং রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে।

(৩) আঙ্গুর ও কিশমিশ কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত (kidney damage) করে বলে বিবেচনা করা হয়।

(৪) চকলেটে (chocolate) উপস্থিত ক্ষারীয় উপাদান থিওব্রোমিন (theobromine) বিড়ালের জন্য খুবই বিষাক্ত।

(৫) কাঁচা ডিমে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া জৈব বিষের যোগান দিয়ে বিড়ালে পীড়া তৈরি করে। অসিদ্ধ (uncooked) ডিমের সাদা অংশ (albumen) বিড়ালের ভিটামিন বি (vitamin B) শোষণ ব্যাহত করে। ফলে নানাবিধ চর্মরোগের সৃষ্টি হয়।

(৬) কাঁচা মাংস ও মাছে ক্ষতিকর এনজাইম থাকে যা বিড়ালে প্রাণঘাতী (fatal) বিষক্রিয়ার কারণ।

(৭) রান্না করা খাদ্যে ভেঙ্গে ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ টুকরায় পরিণত হওয়া হাড় বা মাছের সরু ও সুচালো কাঁটা বিড়ালের গলায় বা পরিপাকনালীতে (digestive tract) বিঁধতে পারে; ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবরণ (intestinal lining) অবরুদ্ধ করতে পারে বা ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

পানি (Water)

বিড়ালের জন্য সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ছিটকে পড়া খাদ্যের (scattered feed) মাধ্যমে পানির দূষণরোধে খাদ্য পাত্র হতে পানির পাত্র বেশ দূরে রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে, ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে। পানিতে ময়লা পড়া রোধকল্পে ঢাকনাযুক্ত পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। পাত্রে পানি এতো বেশি ভরা যাবে না যাতে কানা (lip) বেয়ে উপচে পড়ে।

(চলবে.....)

তথ্য নির্দেশ

Complete Cat Care by A. Logan, A Baggaley, K. John and J. Kiddie.

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির
সহযোগী অধ্যাপক
জেনারেল এনিমেল সায়েন্স এন্ড এনিমেল নিউট্রিশন বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারী মেডিসিন অনুষদ
পবিপ্রবি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল-৮২১০।

জাটকা রক্ষায় অংশ নিন, বদলে যাবে জেলেদের দিন,
জাটকা মাছ ধরে যারা, দেশ ও জাতীর শত্রু তারা।